



আবেদন আহ্বান

Edges to Centre: প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে — প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বৈশ্বিক আন্তঃপ্রজন্ম নেতৃত্ব উদ্যোগ

“আমাদের ছাড়া আমাদের বিষয়ে কিছুই নয়”

NextGen Rights Lab: Global South Intersectional Rights & Leadership Accelerator

নেপাল ও বাংলাদেশের জাতিভিত্তিক বৈষম্যে প্রভাবিত, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক নেতৃত্বের জন্য

আপনি কি এমন একজন, যিনি দীর্ঘদিন ধরে নিরবে, নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ যথেষ্ট স্বীকৃতি পাননি? আপনি কি নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠিত করছেন, সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, অবিচার নথিবদ্ধ করছেন, শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমে কথা বলছেন, প্রতিবাদ করছেন, অন্যদের মেন্টর করছেন, বা নিজের মানুষের জন্য আরও ন্যায্য ভবিষ্যৎ গড়তে চেষ্টা করছেন?

তাহলে এই অ্যাক্সিলারেটর আপনার জন্য।

Edges to Centre এখন NextGen Rights Lab-এর নতুন ব্যাচের জন্য আবেদন গ্রহণ করছে। এটি একটি **সপ্তাহান্তভিত্তিক অনলাইন নেতৃত্ব অ্যাক্সিলারেটর**, যা নেপাল ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু, বর্ণবৈষম্যে আক্রান্ত এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদীয়মান ও আন্তঃপ্রজন্ম নেতাদের জন্য তৈরি।

এটি কোনো সাধারণ নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ নয়। এটি একটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন, বাস্তবভিত্তিক এবং সম্প্রদায়কেন্দ্রিক শেখার পরিসর, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা কণ্ঠ, ক্ষমতা, কৌশল এবং প্রজন্মান্তরের সংহতি গড়ে তুলতে পারবেন। এই যাত্রার ভিত্তি একটি সহজ কিন্তু গভীর নীতি: **আমাদের ছাড়া আমাদের বিষয়ে কিছুই নয়।**

এই অ্যাক্সিলারেটরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আজকের পৃথিবীতে নিজেদের নেতৃত্ব কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, তা অনুসন্ধান করবেন—যেখানে বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রাম, সংখ্যালঘু অধিকার, লিঙ্গ ন্যায়বিচার, মর্যাদা, প্রতিনিধিত্ব এবং সম্প্রদায়ের টিকে থাকার প্রশ্ন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই কর্মসূচি অধিকারভিত্তিক চিন্তা, বাস্তবমুখী অ্যাডভোকেসি দক্ষতা এবং সমকালীন নানা টুলকে একত্র করে, যা বর্তমান সময়ে জনপরিসর, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলনের ভেতরে পথচলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মডিউলগুলোর মধ্যে থাকবে শিল্প ও সংস্কৃতিকে প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে ব্যবহার, মিডিয়া ও স্টোরিটেলিং, কার্যকর অধিকারভিত্তিক যোগাযোগ, আইন ও বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের পরিসর, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, প্রান্তিকতার ভেতর থেকে একাডেমিয়া, ইন্টারসেকশনাল নারীবাদ, এআই ও লার্জ ল্যান্ডস্কেপে মডেল সম্পর্কে ধারণা, এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে নিজের জায়গা তৈরি করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কেন এই অ্যাক্সিলারেটর?

খুবই সাধারণভাবে দেখা যায় যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেতাদের নানা জায়গায় ডাকা হয় শুধু “বেনিফিশিয়ারি”, “কেস স্টাডি” বা “লোকাল ভয়েস” হিসেবে; অথচ অন্যরাই এজেন্ডা ঠিক করে, ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে, এবং তাদের পক্ষ হয়ে কথা বলে। এই অ্যাক্সিলারেটর সেই চর্চা থেকে আলাদা।

আমরা বিশ্বাস করি, বর্ণবৈষম্যে আক্রান্ত ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নেতাদের ক্ষমতার প্রাপ্তে পড়ে থাকা উচিত নয়। তাদেরই আলাপের দিক নির্ধারণ করতে হবে, ভাষা গড়ে তুলতে হবে, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে, ডিজিটাল ও জনপরিসরে দৃশ্যমান হতে হবে, এবং নিজেদের বিশ্লেষণ, স্মৃতি ও রাজনৈতিক কল্পনার ভিত্তিতে নেতৃত্ব দিতে হবে।

এই অ্যাক্সিলারেটর সেই পথচলাকে শক্তি দেওয়ার জন্য।



এটি সচেতনভাবেই **আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক**। আমরা জানি, আন্দোলনের গভীরতম প্রজ্ঞা অনেক সময় প্রবীণ সম্প্রদায়নেতাদের কাছে থাকে; আবার নতুন কৌশল, যোগাযোগের ধরন এবং ডিজিটাল দক্ষতা অনেক সময় তরুণ সংগঠক ও নির্মাতাদের হাত ধরে তৈরি হয়। আমরা চাই, এই দুই প্রজন্ম প্রতিযোগিতায় নয়, বরং সংলাপে আসুক।

কারা আবেদন করবেন?

আমরা নেপাল ও বাংলাদেশের এমন মানুষের আবেদনকে স্বাগত জানাই, যাদের শিকড় নিজের সম্প্রদায়ের বাস্তবতার মধ্যে এবং যারা ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এর মধ্যে থাকতে পারেন:

- বর্ণবৈষম্যে আক্রান্ত, দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী, ধর্মীয়ভাবে প্রান্তিক, বঞ্চিত, নিপীড়িত বা ঐতিহাসিকভাবে অপ্রতিনিধিত্বশীল জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব
- কমিউনিটি অর্গানাইজার, তৃণমূল নেতা, শিক্ষক, অধিকারকর্মী, শিল্পী, আইনি সহায়ক, মিডিয়া কর্মী, গবেষক, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও মুভমেন্ট বিল্ডার
- যারা মর্যাদা, সমতা, অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্যবিরোধী কাজ বা কমিউনিটি ক্ষমতায়নে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে ইতিমধ্যে কাজ করছেন
- তরুণ ও প্রবীণ—যারা আন্তঃপ্রজন্ম সংলাপ, যৌথ শিক্ষা এবং সহযোগিতামূলক নেতৃত্বে আগ্রহী

আবেদন করার জন্য আপনার নিখুঁত ইংরেজি, চমৎকার জন-ইমেজ বা বড় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পদবির প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—**আপনার প্রতিশ্রুতি, বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আপনার সংযোগ, এবং এই শেখার যাত্রায় আন্তরিকভাবে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা।**

অংশগ্রহণকারীরা কী পাবেন

অংশগ্রহণকারীরা এমন একটি গভীর, মূল্যবোধভিত্তিক শেখার পরিসরের অংশ হবেন, যেখানে রাজনৈতিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক দক্ষতা উন্নয়ন একসঙ্গে থাকবে।

এই অ্যাক্সিলারেটরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা পাবেন:

- সংখ্যালঘু অধিকার, বর্ণবৈষম্যবিরোধী ন্যায়বিচার এবং ইন্টারসেকশনাল নেতৃত্ব সম্পর্কে আরও দৃঢ় ভিত্তি
- অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততার জন্য আরও শক্তিশালী যোগাযোগ ও গল্প বলার দক্ষতা
- মিডিয়া, আইন, নীতি, একাডেমিয়া, উন্নয়ন পরিসর ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কীভাবে ক্ষমতাকে গড়ে তোলে, সে সম্পর্কে উন্নত বোঝাপড়া
- ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে এআই ও ডিজিটাল কৌশলসহ নতুন নতুন টুল সম্পর্কে পরিচিতি
- নেপাল ও বাংলাদেশের সহযাত্রীদের সঙ্গে ভাবনা, সম্পর্ক ও সংহতি গড়ে তোলার জায়গা
- কথা বলা, লেখা, নথিভুক্ত করা, ইস্যু ফ্রেম করা এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
- স্থানীয় সংগ্রাম থেকে বৃহত্তর অ্যাডভোকেসি, জোট গঠন ও নেতৃত্বের দিকে এগোনোর শক্তিশালী ধারণা

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য শুধু সিস্টেম বোঝা নয়, বরং তার ভেতরে আরও কৌশলগতভাবে কাজ করতে সক্ষম হওয়া।

কর্মসূচির কাঠামো

এই অ্যাক্সিলারেটর **অনলাইনে সপ্তাহান্তে** অনুষ্ঠিত হবে। শুরু হবে **২৮ মার্চ ২০২৬** এবং চলবে **জুলাই ২০২৬-এর শেষ পর্যন্ত**।

সেশনগুলো হবে অংশগ্রহণমূলক, আলাপভিত্তিক এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ। অংশগ্রহণকারীরা পাবেন:

- লাইভ অনলাইন সেশন



- ভাবনাপ্রসূত আলোচনা
- ব্যবহারিক অনুশীলন
- প্রজন্ম ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট পেরিয়ে পারস্পরিক বিনিময়
- বাস্তব সংগ্রাম ও বাস্তব নেতৃত্বের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োগভিত্তিক শিক্ষা

এই কর্মসূচি ৯টি মূল থিমের ওপর গড়ে উঠেছে, যেমন:

- প্রতিরোধ হিসেবে শিল্প ও সংস্কৃতি
- মিডিয়া, গল্প বলা ও বয়ানের শক্তি
- কার্যকর অধিকারভিত্তিক যোগাযোগ
- আইন, অধিকার ফোরাম ও ন্যায়বিচারের পথ
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, ক্ষমতা ও বৈশ্বিক মানদণ্ড
- প্রাপ্তিকতার ভেতর থেকে একাডেমিয়া
- ইন্টারসেকশনাল নারীবাদ ও নেতৃত্ব
- ন্যায়ভিত্তিক কাজে এআই ও এলএলএম ধারণা
- ডিজিটাল অর্থনীতি, কণ্ঠ, মালিকানা ও উপস্থিতি

সময় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

এটি যেহেতু একটি সিরিয়াস অ্যাক্সিলারেটর, কেবল এক-দুইটি ওয়েবিনারের ধারাবাহিকতা নয়, তাই আমরা এমন অংশগ্রহণকারী খুঁজছি যারা সত্যিকারের সময় ও মনোযোগ দিতে পারবেন।

আবেদনকারীদের মধ্যে আমরা এই প্রস্তুতি আশা করি:

- ২৮ মার্চ ২০২৬ থেকে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত নিয়মিত সপ্তাহান্তের অনলাইন সেশনে অংশগ্রহণ
- আন্তঃপ্রজন্ম পরিসরে যত্ন, উন্মুক্ততা ও সম্মান নিয়ে অংশ নেওয়া
- পুরো কর্মসূচি জুড়ে সক্রিয় থাকা
- প্রয়োজন হলে সেশনগুলোর মাঝে হালকা রিফ্রেশন বা ফলো-আপ কাজের জন্য সময় রাখা

আমরা বুঝি, অনেক আবেদনকারী একইসঙ্গে কাজ, অ্যাক্টিভিজম, পরিবার-যত্ন, পড়াশোনা ও সামাজিক দায়িত্ব সামলান। ঠিক সেই কারণেই শুরু থেকেই আমরা সং প্রতিশ্রুতি চাইছি। আমরা এমন একটি ব্যাচ গড়ে তুলতে চাই, যারা এই প্রক্রিয়ায় এবং একে অপরের মধ্যে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত।

নির্বাচন প্রক্রিয়া

নেপাল ও বাংলাদেশ জুড়ে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল ব্যাচ গড়ে তুলতে অংশগ্রহণকারীদের যত্নসহকারে নির্বাচন করা হবে।

আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেব:

- প্রান্তিক, বর্ণবৈষম্যে আক্রান্ত, সংখ্যালঘু বা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ
- ন্যায়বিচার, মর্যাদা ও কমিউনিটি নেতৃত্বের প্রতি প্রমাণিত অঙ্গীকার
- আন্তঃপ্রজন্ম শিক্ষা ও সংলাপের প্রতি উন্মুক্ততা
- পুরো সময়জুড়ে অর্থবহভাবে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি
- পটভূমি, অভিজ্ঞতা, ভূগোল এবং নেতৃত্বের ধরনের বৈচিত্র্য

এটি শুধু আনুষ্ঠানিক পদধারীদের জন্য নয়। অনানুষ্ঠানিক নেতা, নীরব নেতা, সাংস্কৃতিক নেতা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক নেতাদেরও সমানভাবে আবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।



কীভাবে আবেদন করবেন

অনুগ্রহ করে আমাদের দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন:

বাংলাদেশ: Suprio – bangladesh.gylp@gmail.com

আবেদন প্রক্রিয়াটি মূলত আপনার আগ্রহ, আপনার পটভূমি এবং পুরো কর্মসূচির জন্য সময় ও শক্তি দেওয়ার ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে তৈরি। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এটিকে সহজ রেখেছি।

আবেদন করার আগে নিশ্চিত করুন

- আপনি **বাংলাদেশে** অবস্থান করছেন
- **২৮ মার্চ ২০২৬ থেকে জুলাই ২০২৬-এর শেষ পর্যন্ত** সপ্তাহান্তের অনলাইন সেশনের জন্য আপনি সময় দিতে পারবেন
- আপনি নিয়মিত ও গুরুত্বের সঙ্গে অংশ নিতে প্রস্তুত
- আপনি বিভিন্ন প্রজন্ম, পরিচয় ও অভিজ্ঞতার মানুষের সঙ্গে শেখার আগ্রহ রাখেন

শেষ কথা

আমরা জানি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বহু মানুষ অনেকদিন ধরেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অন্যদের ভার বহন করছেন, পরিবর্তন তৈরি করছেন—কিন্তু তা অনেক সময় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় না। এই অ্যাক্সিলারেটর হলো একটু থামা, গভীর হওয়া, ধারালো হওয়া, সংযোগ গড়া, এবং সেই নেতৃত্বকে আরও বড় পরিসরে এগিয়ে নেওয়ার একটি আমন্ত্রণ—তাদের সঙ্গে, যারা এই সংগ্রামের গুরুত্ব বোঝে।

আপনি যদি এমন ন্যায্যবিচারে বিশ্বাস করেন, যা মর্যাদা, স্মৃতি, সাহস এবং কমিউনিটির ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে আমরা আপনাকে আবেদন করতে আমন্ত্রণ জানাই।

প্রাপ্ত থেকে কেন্দ্রে — আমরা একসঙ্গে শক্তি গড়ে তুলি।